সবিনয় নিবেদন

অধ্যাপক ওমর ফারুক

আজব দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে লেখা এই রম্য রচনা আর কোন বিষয়ের ওপর না লিখে এ বিষয়ের ওপর কেন? অনেকে আমাকে বলেছে লেখাগুলো নাকি খুব হার্ড লাইনে হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। মানুষের ঘুম ভাঙানিতে এ সব লেখা যদি কিঞ্চিত সহযোগিতা হয় সেটাই বা কম কিসে? অগণিত পাঠকের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন লেখাগুলো পড়ে একটু ভেবে দেখবেন।

এ রচনা মূলত এশিয়া মহাদেশের একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরপর রচিত হলেও পরবর্তীতে অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্ধন ও কিঞ্চিত সংশোধন হয়েছে। জীবিত বা মৃত কোন মানুষের সাথে এ লেখার কোন মিল দেখা দিলেও ক্ষমা করে দেবেন।

রম্যরচনার শুরু এভাবে -

আজব দেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি হেনার সাথে আমাদের দৈনিক র' কণ্ঠের সম্পাদক জনাব বেতাল খান-এর মধ্যে কিছু কথোপকথন হয়। শ্রীমতি হেনা তখন ভগ্নহৃদয়ে রাম রাম জপছিলেন। নির্বচিনে বিজয়ী হবার এত মহা কুট-পরিকল্পনা, সবই ভেস্তে যেতে বসেছে। যাদের তিনি বিশ্বাস করে ক্ষমতায় বসিয়ে গিয়েছিলেন, নির্বাচনে একটি নিশ্চিত বিজয়ের আশা নিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে এসেছিলেন, আজ সবই অসার মনে হচ্ছে তার কাছে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে আর কাউকেও বিশ্বাস করবেন না। রাম ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করা যায় না, তা তিনি ইতোমধ্যে টের পেয়ে গেছেন। কিন্তু এখন আর কিছু করারও নেই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সকলেই সাধু হয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতি হেনার জাড়িজুড়িতে এখন আর কোন কাজ হয় না। বিবেক ও সত্য বলে যে কথাগুলো সেগুলো শ্রীমতি হেনা নির্বাসনে দিতে চেয়েও শেষাব-ধি ব্যর্থ হলেন। এ-ই তার দুঃখ। আজব দেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তার কত যে ক্ষমতা। আজ কোথায় গেল সে সব ক্ষমতার দম্ভ। ভাবতেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল হেনা'দির। এখন তার সাথে কে আছে? ক্ষমতা থেকে সরে আসার পর গবেট খান, শামচু মিয়া, গফফর চৌং প্রমূখরা কে কোথায়? নির্বাচনে হেরে গিয়ে এখন মনে পড়ে অনেক কথা - রিন্টুর সাথে সেই সোনালী দিনগুলোর কথা। এখন সেই রিন্টু কোথায়, কিভাবে আছে!

এরই মধ্যে আমাদের দৈনিকের সম্মানিত সম্পাদক বেতাল খানের আগমনে কিছুটা হলেও স্বস্থিত ফিরে পেলেন হেনা'দি। দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী আজব দেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি হেনা গান্ধী। একান্ত সাক্ষাৎকারের পুরো অংশটি আজব দেশের বিভ্রম পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপঃ-

প্রশ্ন ঃ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আপনি হেরে গিয়ে সে নির্বাচনে সূক্ষ কারচুপির অভিযোগ করেছিলেন। মূলত এ সুক্ষ কারচুপি বলতে আপনি বুঝিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ নির্বাচনে যদি আমার দল অল্প ব্যবধানে হেরে যায়, তাহলে সেটা হবে সুক্ষ কারচুপি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আমার দল অল্প ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল, যার কারণে আমরা সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছিলাম। সে জন্য আমি সে নির্বাচনে সুক্ষ কারচুপির অভিযোগ করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ স্থুল কারচুপি কি?

উত্তর ঃ এটাও বুঝেন না, বড্ড সোজা উত্তর। বেশি ব্যবধানে যদি আমার দল নির্বাচনে হেরে যায়, তাহলে সেটা হল স্থুল কারচুপি।

প্রশ্ন ঃ হরতাল কর্মসূচি বিষয়ে আপনার দলের বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ আমার দল যদি ক্ষমতায় থাকে, তাহলে হরতাল দেয়া দেশের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য তখন হরতাল কর্মসূচি পালন করা উচিৎ হবে না। বিরোধী দল যদি এরূপ কর্মসূচি দেয়, তাহলে সেটা তখন সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে বিরোধী দলের এরূপ হরতাল কর্মসূচিকে কঠোর হস্তে দমন করা। প্রয়োজনে পিটিয়ে বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের চৌদ্দ পূর্ব পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেয়া, যাতে করে তাদের কোন পিকেটার রাস্তায় আসতে সাহস না পায় এবং বাড়িতে বসে বসে টিভি ও ভি. সি. আর দেখে। আর যখন আমাদের দল সরকারের থাকবে না, তখন আমারা বিরোধী দল হিসেবে হরতাল কর্মসূচি জাতীয় স্বার্থে দিলে কোন দোষ হবে না। কেননা আমরা কর্মসূচি তো দেই জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যই।

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতায় থাকাকালীন আপনারা হরতাল কর্মসূচি কিভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমি তো আগেই বলেছি, হরতাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যেন কোন বিরোধী দলের নেতা-কর্মী রাস্তায় পিকেটিং বা মিছিলে বেরুতে সাহস না পায়, সেজন্য আমরা পুলিশ বাহিনী ও জগৎবন্ধুর জন্য জান দিতে পারে এমন সব ক্যাডার বাহিনীকে প্রস্তুত রেখেছি। আমরা সব সময় আগে আক্রমণের নীতিতে বিশ্বাসী। এটা বেশ কাজেও লেগেছে। বিরোধীদল তখন আন্দোলনে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি, আপনারা তো তা প্রত্যক্ষ করেছেন। জাতীয় স্বার্থে একটু নির্দয় ও নিষ্ঠুর হলে কোন ক্ষতি নেই। রাস্তায় আমরা কোন মিছিলই বেরুতে দেই নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পুলিশের পিটুনিকে সবাই ভয় পায়। তাছাড়া তখন প্রয়োজনে রাস্তায় লাশ হয়ে ফিরতে হত, এটা তখনকার বিরোধীদলের ভালই জানা ছিল। সর্বোপরি, আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন তৎকালীন প্রধান বিরোধীদলের বেশ কিছু নেতাকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছিলাম, তারা দলের ভেতর থেকে স্যাবোটেজ করত। বস্তুতপক্ষে আমাদের বুদ্ধির কাছে তারা ছিল শিশু।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এরমধ্যে আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি এ পর্যন্ত কতগুলো ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন?

উত্তর ঃ আমি এ পর্যন্ত ডজন খানেক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছি।

প্রশ্ন ঃ এসব ডক্টরেট ডিগ্রীগুলো আপনি কোন সময় লাভ করেন?

উত্তর ঃ এ সবই আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম, তখনই লাভ করেছি। শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন ছাত্রজীবনে আমি খুব একটা ভাল ছাত্রী ছিলাম না। কিন্তু তবুও আমাকে একজন বড় ধরনের করিৎকর্মা সাজতে হবে, এ ধরনের একটা দৃঢ় ইচ্ছা আমি সবসময়ই পোষণ করতাম। এছাড়া ম. খা. আ'গীর নামে একজন ব্যক্তির ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। সে-ই আমাকে এসব ডক্টরেট ডিগ্রী লাভে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে এবং উদার হস্তে সহযোগিতাও যুগিয়েছে। অবশ্য এসব ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছে। কেননা ঘুষ না দিলে কি আর আজকাল কোন কাজ হয়?

প্রশ্ন ঃ আপনি কিন্তু আপনার ডক্টরেট ডিগ্রীর সঠিক সংখ্যা বলেন নি? ডজন খানেক মানে কি ১২টি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন?

উত্তর ঃ দুঃখিত, সঠিক সংখ্যা এ মূহুর্তে বলতে পারব না। তবে মনে করেন সংখ্যাটা ১২- এর কাছাকাছি হবে। সেজন্য কেউ প্রশ্ন করলে এক কথায় ডজন খানেক বলে দেই। কতগুলো ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছি সেগুলোর গুণবার সময় কি আমার আছে?

প্রশ্ন ঃ আপনার দল গত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার জন্য সবচাইতে বেশি ঋণী কার কাছে? আই মিন - কার অবদান সবচেয়ে বেশি?

উত্তর ঃ আমার দল ক্ষমতায় আসার জন্য সবচাইতে বেশী ঋণী ম. খা. আ'গীর ও তার পরিচালিত থিয়েটার মঞ্চ "জনতার নাট্যমঞ্চ"- এর নিকট।

প্রশ্ন ঃ তারপর কার কাছে?

উত্তর ঃ জাপা'র এ'শাদ সাহেব ছিল আমার শেষ ভরসা। যা-ই হোক তিনি আমাকে সাপোর্ট দেয়াতেই সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। এরপর আমি বেশী ঋণী সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে। বিশেষ করে বি. বি. সি. বাংলা বিভাগ।

প্রশ্ন ঃ জনগণের কথা যে একবারও বলছেন না?

উত্তর ঃ আরে রাখেন জনগণ, জনগণের কথাতো পল্টন ময়দানে বলতে হয়, তাই বলি। জনগণ, এ দেশের জনগণ বড়ই নেমক্হারাম। বিশেষ করে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বড়ই হারামখোর। তারা আমাকে চায় না। সংখ্যালঘুদের ভোট না পেলে কি যে অবস্থা হত, তা কি আপনারা একটুও অনুমান করতে পারেন না? এ দেশের মানুষই তো, সে-ই মুসলমানের বাচ্চাগুলো জাতির জনক তথা আমার জন্মদাতা পিতাকে খুন করেছে। জাতির জনকের মৃত্যুর পর একটি লোক খুঁজে পাওয়া যায় নি যে, একবার 'ইন্না লিল্লাহ' পড়েছে। আমি কখনও আবার সুযোগ পেলে তাদেরও বিচার করব, যারা সেদিন আমার পিতা মারা যাবার পর একটিবার ইন্নাল্লিাহ পর্যন্ত পড়ে নি।

প্রশ্নঃ শুধু ইন্নালিল্লাহ্ পড়ে নি বলেই কী আপনি বিচার করতে পারবেন এবং সেটি কি যুক্তিসংগত হবে?

উত্তরঃ অবশ্যই হবে। একজন মানুষ মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ পড়া তো স্বাভাবিক এবং এটি পড়ার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের মৃত্যুর পর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। কিন্তু জগৎবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের জনগণ কেউই এরূপ ইন্নালিল্লাহ না পড়ায় আমি মনে করি সে পরিস্থিতিতে সে মৃত্যুতে জাতি ত্রাণই পেয়েছিল। এজন্য যখনই আমি আবার সুযোগ পাব তখনই সকলের বিচার করব।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযোদ্ধা রিন্টু নামে একজন কি আপনার এক সময় ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন?

উত্তর ঃ হাঁ ছিলেন, তবে ওটা আস্ত একটা নেমক্হারাম। তাকে পরে তাড়িয়ে দিয়েছি এবং মেরেও ফেলতে চেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ তার লেখা একটি বই কি নাম যেন 'কার যেন ফাঁসি চাই" আপনার সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করল কেন?

উত্তর ঃ ঐ হারামী এ বইটিতে আমার যাবতীয় গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছিল বলেই 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেছি। আমি তো জাড়িজুড়ি দিয়া চলি। আমার সে জাড়িজুড়িগুলো যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে আমার তো ভবিষ্যত অন্ধকার। তবে ঐ রিন্টুকে আমি খুব পছন্দ করতাম। বহুত খুবসুরত ছেলে সে।

প্রশ্ন ঃ গত পয়লা অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনের ফলাফল পেয়ে তৎক্ষনাৎ আপনার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমার তখন ইচ্ছে করছিল রাগে মাথার সবগুলো চুল নিজেই ছিঁড়ে ফেলি। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাসায় অনেকগুলো প্লেট ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। ল. রহমান এবং ম. আ. সাঈদ -এর জান কবজ করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! আপনি কি পূর্বাহ্নে ভেবেছিলেন যে, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে আপনার দলের এরকম ভরাডুবি হবে?

উত্তর ঃ মোটেই নয়। সেরকম কিছু ভেবে থাকলে তো আমার দল নির্বাচনই বর্জন করত। আমরা ক্ষমতায় থাকতেই পুনরায় যেনো ক্ষমতায় আসতে পারি, সে রকম একটা ব্লু-প্রিন্ট আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলাম। পুনরায় ক্ষমতায় আসব নিশ্চিত মনে করেই তো ক্ষমতা থেকে সরে এসেছিলাম এবং নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ল. রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলাম। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার ম, আ সাঈদ তো আমারই সিলেকশন ছিল। তখনকার বিরোধীদলগুলো তো তার নিয়োগের বিরোধতিাই করেছিল। তখনকার প্রশাসনকেও আমি ঢেলে সাজিয়েছিলাম। অর্থাৎ এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলাম, যাতে করে জনগণ ভোট কম দিতে পারুক আর বেশিই দিতে পারুক, আমার দলের নামে লিজ করা মুক্তিযুদ্ধের স্বপেক্ষের শক্তি যেনো ক্ষমতায় পুনরায় আসতে পারে।

পশ্ন ঃ আপনার দলের এরকম ভরাডুবির কারণ কি?

উত্তর ঃ এটার উত্তরে আমি যে কথাগুলো বলব সেগুলো আপনি শুনে যাবেন। কিন্তু প্লিজ লিখবেন না। কেননা মাঠে ময়দানে তো আর সত্যি কথা বলতে পারব না। তাহলে আমার দলের রাজনীতিই শেষ হয়ে যাবে। আমি চাই না, নতুন শতাব্দীর শুরুতে এসে আ. লীগের মত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী ৫০ বছরের পুরানো একটি সংগঠনের অকাল মৃত্যু ঘটুক।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! ঠিক আছে সত্য কথাটা লিখব না। সবিস্তারে একটু বলবেন?

উত্তর ঃ বিএনপি-র নেতৃত্বে চারদলীয় জোট যে আসনগুলো পেয়েছিল, সেগুলো তারা যথার্থই পেয়েছিল। আগেই তো বলেছি- এদেশের মানুষগুলো হল সব নেমক্হারাম। পাঁচ বছরের শাসনামলে আমরা এতো উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলাম, তারপরেও এ সকল নেমক্হারামরা আমাদের দলকে ভোট দেয় নাই। আমরা যে ৪০% - এর কাছাকাছি ভোট পেয়েছিলাম, সেটাও সংখ্যালঘুদের ভোট না হলে সম্ভব হত না। কারচুপির কথা আমরা বলছি। কিন্তু আসলে বিএনপি বা তার জোটের শরীক দলগুলো কারচুপি করবে কিভাবে? সে জ্ঞান তাদের কি আমাদের চেয়ে বেশি আছে? মোটেই না। বরং বিভিন্ন কেন্দ্রে আমার দলের যোগ্য ক্যাডাররাই কারচুপি করার চেষ্টা করেছিল। যেখানে করেছে, সেখানে অনেক জায়গায় আমদের প্রার্থীকে জিতিয়ে এনেছে। সেনাবাহিনীর লোকগুলো আমার দলের ভরাডুবির জন্য অন্য আরেকটি কারণ। এ সেনাবাহিনী আমি একদম দেখতে পারি না, আমার বাবাও দেখতে পারতেন না। ওরাইতো আমার জন্মদাতাকে মেরেছে। সেনাবাহিনীর লোকগুলো আমার দলের ক্যাডার বাহিনীকে যথাযথ কাজ করার সুযোগ দেয় নি। বিচারপতি ল. রহমান ছিল আমার দলেরই এক সময়কার খাস কর্মী। আমার বাবাই তো তাকে একটি জেলার গভর্নর বানিয়েছিল। সেজন্যই তো আমি সাহস পেয়েছি রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্বটা তার কাছে দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে আসতে। তা না হলে আমি কি সহজে ক্ষমতা ছাড়তাম? অন্ততঃ ৩০ বছর ক্ষমতায় থেকে তারপরই অব্যাহতি নিতাম। দেশ ও জনগণের স্বার্থেই আমার দলকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দরকার।

এই ল. রহমানও এখন দেখি আগের সেই অবস্থায় নেই। শুনেছি, ইদানিং সে নামাজ কালামও করে। তার চালচলনে মৌলবাদী গন্ধ খুঁজে পাই। আল্লাহ-রাসুলকে ভয় পেলে কি আর আমার দলের নীতি ও আদর্শ তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবে? আমি ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় সব কাজ করবেন। কিন্তু পরে দেখলাম, তিনি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আরে বৈধ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে তো আর আমার দলকে ক্ষমতায় আনা যাবে না। আমার দলের সরকারের সাজানো প্রশাসনকে এ ল. রহমানই নেড়ে ছেড়ে দিল। ফলে আমার ব্লু-প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেল।

নির্বাচনে সেনাবাহিনী যদি ভোট কেন্দ্র দখলে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নির্বাচনে বিজয়ী কি করে হব? ল. রহমান প্রশাসনের বিভিন্ন পদে রদবদল করায় জগৎবন্ধুর ক্যাডার মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত স্বপক্ষের লোকজন অনেক গুরুর্ত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে গিয়েছিল। আমরা যাদেরকে কাজে লাগাবো মনে করেছিলাম, বিশেষ করে যে সব জেলাগুলোতে আমরা আমাদের পছন্দের জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আসীন করেছিলাম, সেগুলোতে রদবদল হওয়াতে নির্বাচনের ফলাফলকে আমাদের দলের পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় নি। নির্বাচনের ফলাফলকে আমাদের দলের অনুকূলে প্রভাবিত করার জন্যই এম, এ, সাঈদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমিই নিয়োগ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি তো আমার পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনিও আল্লাহ্ খোদার কথা স্মরণ করে সোজা রাস্তায় যাত্রা শুরু করলেন। তারপর......।

সবশেষে আশা ছিল আমার মনোনীত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ। নির্বাচনে যদি একদম হেরেও যাই, তাহলে তিনি একটা উপায় বের করে দেবেন। এরপরও আছে সামরিক বাহিনী। যদিও সামরিক বাহিনী আমি একদম পছন্দ করি না। তবুও ক্ষমতায় থাকাকালে আমি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যেভাবে রদবদল করে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম তারা হয়ত বিএনপিকে ক্ষমতায় যাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। কিন্তু আমার কোন অংকই মিলে নাই। আমার হিসেব নিকেশে বড়ই গড়মিল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ১লা অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফল জানার পর কয়েকদিন আপনাকে আবোল তাবোল কথা বলতে শুনা গেছে। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ নির্বাচনে নিশ্চিত বিজয়ের খবরের জন্য আমি এবং আমার দল অপেক্ষা করছিলাম। আমার পোষ্য বুদ্ধিজীবীগণও বিবৃতি তৈরি করে রেখেছিলেন, যাতে করে সংবাদপত্রে অতি তাড়াতাড়ি আমার দলকে বিজয়ী দল হিসেবে অভিনন্দন জানাতে পারেন। কবির চৌধুরী (কচৌ), রামায়ণ মজুমদার (স্যরি, রামেন্দু মজুমদার), মুনতাসীর মামুন (মুমা), গবেট খান যেন, শামছুর রহমান কবি (শামছু ভাই), (যাকে আমি অনেকটা জোর করে প্রধান কবি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি, যদিও আল মাহমুদের জ্ঞান ও কবি প্রতিভা অনেক বেশি), নিমচন্দ্র (নিচ), হাসান ইমাম (হাছনভাই), শাহরিয়ার কবির (শাক), আ.গা.চৌ, প্রভৃতি বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের (?) লোকজন ঘনঘন আমার সুধা ভবনে টেলিফোন দিতে থাকেন।

কিন্তু নির্বাচনে যখন ফলাফল উল্টা হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবে আমার মন-মানসিকতা ঠিক ছিল না। তখন কখন কি বলি, কাকে কি করি- নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। এমনকি নিজের ঠোঁট দু'টির উপরও না। এমনিতেই তা জানেন, ফাউল কথা বলায় আমার একটা সুনাম আছে। আমি মনের ভেতর কিছু লুকিয়ে রাখি না। যখন যা মনে আসে সরাসরি বলে ফেলি। আই ডোন্ট কেয়ার এনি বডি। আর আমি কাউকে তোয়াক্কা কেনই বা করব? আমিতো মুক্তিযুদ্ধকে নিজের নামে লিজ নিয়েছি এবং জাতির জনকের ডাইরেক্ট সন্তান। যদিও ৭১-এ পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে ১,৫০০/= টাকা মাসিক ভাতা নিয়মিত পেতাম এবং আমার সার্বিক দেখাশোনা ও জতির জনকের পুরো পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে পাক আর্মিরা কোনভাবেই কুণ্ঠিত হয় নি। আমার সন্তান তো পাক আর্মিদের তত্বাবধানেই ঢাকা সিএমএইচ - এ জন্মদান সম্পন্ন হয়েছিল। আহ্ জন্মের পর পাক আর্মিদের পয়সার মিষ্টিটাও খাওয়া হয়েছিল। আমার এ বদ স্বভাবের জন্য আমাকে এবং আমার দলকে বড় মাশুল দিতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার ঠোঁট দু'টোকে নাকি কন্ট্রোল করলে আপনার দলের জন্য অনেক ভাল হত?

উত্তর ঃ তা ভাল হয়ত হত। কিন্তু এটা বোধ হয় কেয়ামত পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে দেখুন না আবার কি বলতে আপনাকে কি বলে পেলেছি। ছি, এখানে নিশ্চয়ই পাক আর্মিদের এ প্রসংগ আমার আনা ঠিক হয় নি। স্যরি ভাই, মাফ করবেন এবং দয়া করে সে কথা আপনার কাগজে লিখবেন না।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় বুদ্ধিজীবী কে কে? কেন?

উত্তর ঃ সংখ্যাটা মোটামুটি কম নয়। কয়েকজনের নাম বলি, যেমন ঃ- মুনতাসীর মামুন, হুমায়ুন আজাদ (না থাক হুমায়ুন নয়, এটাও মাঝেমাঝে পাগল পাগল স্বভাব দেখাত), শাহরিয়ার কবির, সি আর দত্ত, আসাদুজ্জামান, দূর্গাদাশ, নিমচন্দ্র, কবির চৌধুরী, শামসুর রহমান, হাসান ইমাম, ললিত মোহন, আ. গাফ্ফার,

(বাকি অংশ ৩৫ নং পৃষ্ঠায়)